নিত্যপাঠ্য
শ্রীশ্রীকালীর
অষ্টোত্তর শতনাম
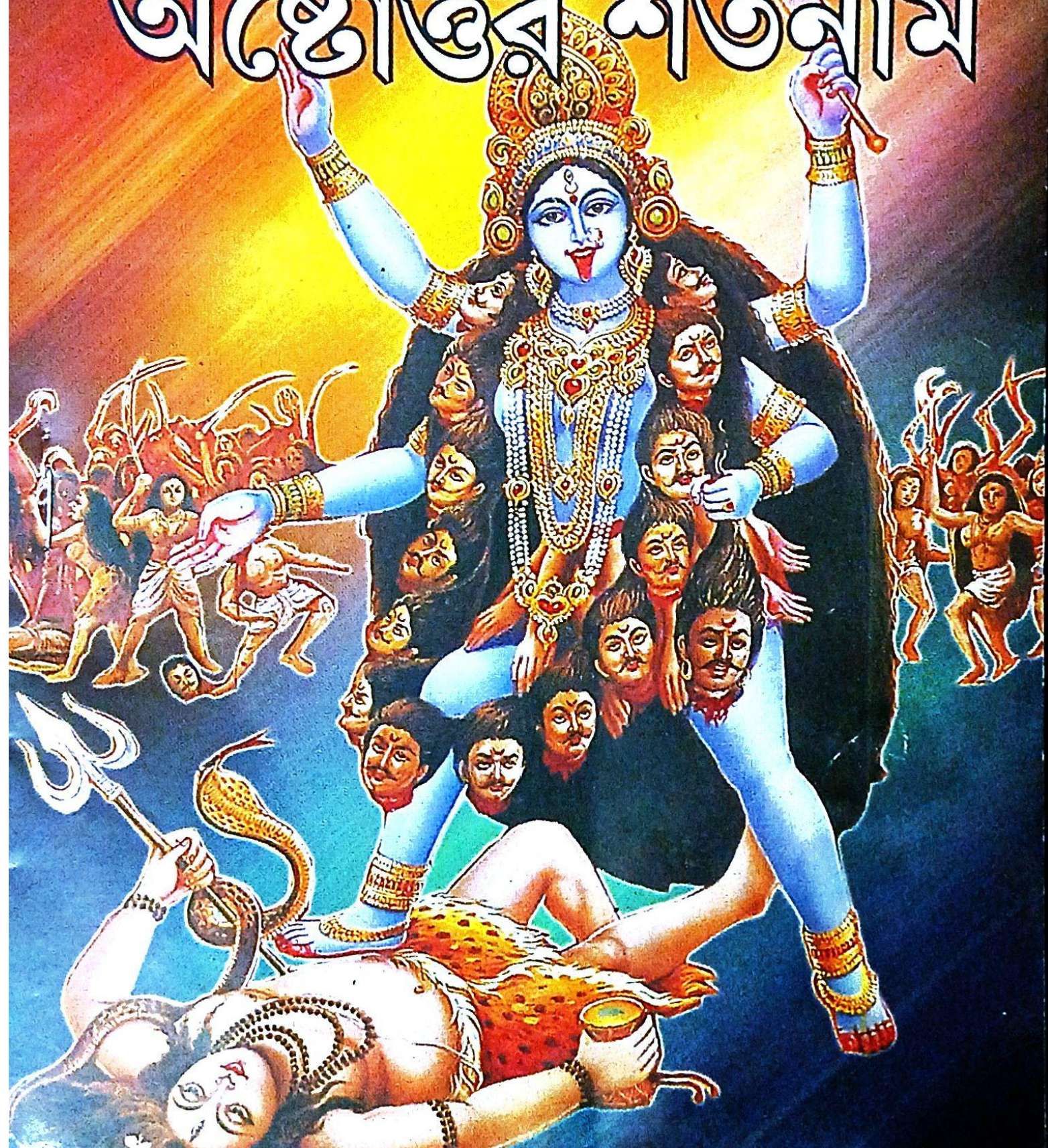
শ্রীশ্রীকালীর

অষ্টোত্তর শতনাম

জয় মা মঙ্গলা শিবা কালী কপালিনী।
ভদ্রকালী দুর্গা ধাত্রী ক্ষমা সরূপিনী।।
স্বাহা দেবে, আর স্বধা তুমি পিতৃগণে।
ধাত্রী রূপে ধর বিশ্ব নমামি চরণে।।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী
৮৬এ, কলেজ স্ট্রীট চৌমাথা (ভবানী দত্ত লেন)
কোলকাতা - ৭০০০৭৩

মূল্য—দশ টাকা

কালী ধ্যানম্

ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাম্।
কর্ণালম্বিত বালযুগ্মভয়দাং মুন্ডস্রজাং ভীষনাম্।।
বামাধের্দ্ধ করাম্বুজে নরশিরঃ খড়গঞ্চ সব্যেতরে।
দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদাকালিভ্যাম্।।

স্তুতি
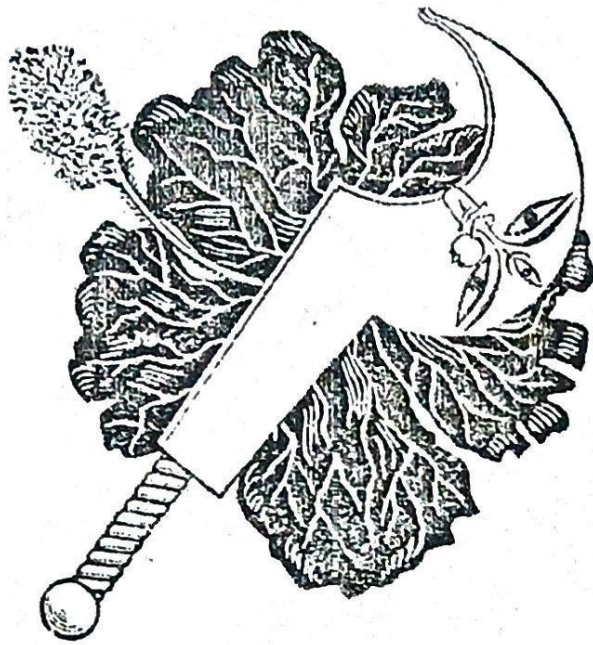
তুমি মা চামুন্ডে ভবতাপহারিনী।
জয় সর্বক্ষণ তব সন্তাপ-হাবিণী।।
জয় মাগো ভদ্রকালী বরাভয়দাত্রী।
ক্ষমা প্রদায়িনী কালী ত্রিভুবনধাত্রী।।
তুমি দুর্গা তুমি শিবা কালী কপালিনী।
মধু ও কৈটভ নাশ প্রলয়কারিণী।।
সর্ব মঙ্গলময়ী সর্ব-অর্থ-সাধিকা।
প্রলয়কারিণী মাগো অরিকুল-ঘাতিকা।।
মঙ্গলকারিণী শ্যামা দেবী কালরাত্রি।
সারদা বরদা তুমি, তুমি মা বিধাত্রী।।

দক্ষিণা কালিকার ধ্যান

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাম্।
কালিকাং দক্ষিনাং দিব্যাং মুন্ডমালাবিভূষিতাম্।।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গাবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোদ্ধার্ধপাণিকাম্।।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুন্ডমালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্।।
কর্ণাবতং সতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফূরিতাননাম্।।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রাং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমন্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।।

দন্তরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিস্থিতাম্।।
শিবাভির্ঘোররবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্।।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিদাম্।।

মন্ত্রঃ = ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ
দক্ষিণাকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সবর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

সকল শক্তি মূর্ত্তির প্রণামমন্ত্র সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয়। কালীপূজা সমাপনান্তে মহাকাল ভৈরবের পূজা করিবে, কারণ এই মহাকাল শিবেরই মূর্ত্তি বিশেষ।।

।। একটি জনপ্রিয় শ্যামা সঙ্গিত ।।

কবে আবার নাচবি শ্যামা
মুন্ডমালা দুলিয়ে গলে।
ওই কালো মেঘের অন্ধকারে
তোর হাতের খড়্গা উঠুক জ্বলে
মা তোর ত্রি নয়নের বহ্নি-শিখায়
ছাই করে দে মনের কালি,
আমি ভয়ঙ্করে করব না ভয়
তুই অভয় মন্ত্র দে মা কালী।
ওমা বারে বারে ডাকব তোমায়
মা হয়ে পালাবি কোথায়,
এবার রাঙা জবার অর্ঘ্যমালা
দিব মা তোর চরণতলে।।

শ্রীশ্রীকালীর অষ্টোত্তর শতনাম

করালিনী কালী মাগো কৈবল্যদায়িনী। ১
জগদম্বা নামে তুমি বিমুক্তকারিনী।। ২
দুঃখনাশ কর বলি হলে দুঃখহরা। ৩
জগতের মাতা তুমি হর মনোহরা।। ৪
বিপদে রেখো মা কোলে ওগো হরজায়া। ৫
মায়া বিস্তারিয়া মাগো হলে মহামায়া।। ৬
মৃগনেত্র সম বলি কুরঙ্গনয়নী। ৭
রণেতে প্রমত্ত বলি চণ্ডী মা জননী।। ৮
শঙ্করের জায়া বলি হলে মা শঙ্করী। ৯
ভব জায়া বলি তুমি ভবানী ঈশ্বরী।। ১০
ভীষণ আনন বলি করালবদনী। ১১
দীনহীনে কর দয়া দনুজদলনী।। ১২
কৃত্তিবাস হলে মাগো বাঘছাল পরি। ১৩

কৃত্তিবাস দারা তাই তুমি মা শঙ্করী।। ১৪
পাপ বিনাশিনী কালী নৃমুন্ডমালিনী। ১৫
অধীনে কর মা দয়া তুমি কাত্যায়নী।। ১৬
কুলকুন্ডলিনী মাগো তুমি মহাসতী। ১৭
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বলি নাম ভগবতী।। ১৮
জগত-জননী মাগো কালী কপালিনী। ১৯
কাটিতে ঘুঙ্গুর পরি হলে মা কিঙ্কিনী।। ২০
দনুজ দলন করি দনুজদলনী। ২১
দুর্গতিনাশিনী তুমি দেবী নারায়নী।। ২২
দুর্গাসুর বধ করি দুর্গা নামে খ্যাতা। ২৩
ত্রিলোচনী তুমি মাগো জগতের মাতা।। ২৪
মুক্তিদান করি তুমি তারা নাম ধর। ২৫
তারিণী নামেতে তুমি জগৎ রক্ষা কর।। ২৬
পূর্ণব্রহ্মময়ী তুমি ব্রহ্মসনাতনী। ২৭
পরমা প্রকৃতি তুমি সৃজনকারিণী।। ২৮
বেদের সৃজন করি হলে বেদমাতা। ২৯
যোগমায়া নামে তুমি ত্রিলোকপালিতা।। ৩০
রুদ্রের ঘরণী বলি হলে রুদ্রজায়া। ৩১
অম্বিকা নামেতে তুমি হলে মহামায়া।। ৩২
অপর্ণা তুমি মা কালী ত্রিলোকতারিণী। ৩৩
অন্নপূর্ণা তুমি মাতা ত্রিলোকপালিনী।। ৩৪
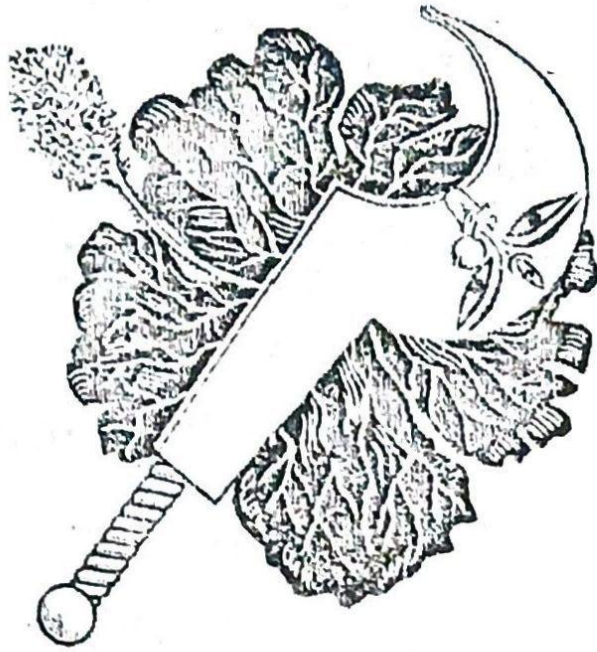
শঙ্কর কপালে ধরে হলে মহাকালী।। ৩৫
কারণপ্রিয়া মা তুমি করণকারিকা। ৩৬
এ দীনে কর গো দয়া তুমি মা কালিকা।। ৩৭
থাকে না কালের ভয় তোমার শরণে।
কালক্ষয়-বিনাশিনী তাই লোকে ভণে।। ৩৮
মেঘের বরণ তাই হলে কাদম্বিনী।
কপালকুণ্ডলা কুন্দকুসুমধারিণী।। ৩৯
জগতের আদি বলি নাম আদ্যাশক্তি।
অভয় চরণে যেন থাকে সদা ভক্তি।। ৪০
মহাবিদ্যা মহামায়া তুমি করালিনী।। ৪১
প্রজাপতি মাতা তুমি কালী করালিনী।। ৪২
নিজ কায় কোষ বলি হলে মা কৌশিকী।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ জগতের ভৌতিকী।। ৪৩

ময়ূরবাহনে সাজ তুমি মা কৌমারী। ৪৪
কালিকে কুটিলা দুর্গে তুমি মা কাবেরী।। ৪৫
কালভয় নাশ কর তুমি কালপ্রিয়া।
তোমার অনন্ত লীলা মানব অজ্ঞেয়া।। ৪৬
মায়া বিস্তারিয়া মাগো হলে মহামায়া।
বিপদে রেখো মা কোলে ও গো হরজায়া।। ৪৭
তপোময়ী তুমি মাতা দানবদলনী।
ত্রিলোচন ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোকপালিনী।। ৪৮
তত্ত্বপরায়নী তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী।
জগত-পালন হেতু তুমি জগদ্ধাত্রী।। ৪৯
দানিয়া সারুপ্য মুক্তি হলে নারায়নী।
ত্রিবলী ধারিনী দুর্গে গুরু নিতম্বিনী।। ৫০
ত্রিপুর দলনী দেবী লজ্জাস্বরূপিনী। ৫১
মহিষ অসুর বধি মহিষমর্দ্দিনী।। ৫২
জয় মাতঃ ত্রিনয়নী ত্রিফল স্বরূপা।
লম্বোদর—জননী মাতা তাপিনী অনুপা।। ৫৩
ত্রিলোক পালিনী তুমি সর্ব্বপাপ হরা।
ত্রিশূলধারিনী কালী অর্দ্ধেন্দুশেখরা।। ৫৪
সদাই ষোড়শী তাই হইলে ষোড়শী। ৫৫
অন্নপূর্ণা নামে তুমি থাকো বারানসী।। ৫৬
বরেন্য বরদা সর্ব্বমঙ্গলা শিবানী।

সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বধাত্রী ত্রিগুণ ধারিনী।। ৫৭
শঙ্করের প্রিয়া তাই নাম ভবদারা। ৫৮
কামাখ্যা কমলা তুমি ভবদুঃখহরা।। ৫৯
শান্তিবিধায়িনী তুমি মহারুদ্রপ্রিয়া।
বধি শুম্ভ-নিশুম্ভাদি হইলে অজেয়া।। ৬০
কামদাত্রী নামে তুমি কামনা পুরাও। ৬১
মহেশ্বরী নামে তুমি ভববক্ষে রও।। ৬২
কাল কাদম্বরী মাগো রাজ-রাজেশ্বরী।
ত্রিপুর-নাশিনী তুমি ত্রিপুরসুন্দরী।। ৬৩
করুণাক্ষী হলে তুমি বিতরি করুণা।
দীনহীনে কর দয়া অনন্ত-নয়না।। ৬৪
ঈশান মহিষী তাই হইলে ঈশানী। ৬৫

চন্ডমুন্ড বধ করি চামুন্ডারুপিণী।। ৬৬
ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোক-ঈশ্বরী।
ত্রাণকর্ত্রী নিত্রয়না ত্রিপুরাসুন্দরী।। ৬৭
তুমি ক্ষুধা তুমি তৃষ্ণা বুদ্ধি স্বরুপিণী। ৬৮
সত্ত্ব রজঃ তমঃ ইতি ত্রিগুণধারিণী।। ৬৯
সাবিত্রী তুমি মা তারা মুক্তিবিধায়িনী।
শোক দুঃখ বিনাশিনী তুমি মা সর্ব্বানী।। ৭০
অশিবিনাশিনী কালী দুর্গতিনাশিনী।
ভগবতী সুরেশ্বরী অসুরঘাতিনী।। ৭১
সহস্রাক্ষী সপ্তসতী শঙ্করী-ঈশ্বরী। ৭২
বিদ্যাদাত্রী সুখপ্রদা তুমি শাকম্ভরী।। ৭৩
শবোপরি উপবিষ্টা সরোজ বাসিনী।
ভূতপ্রেত সঙ্গিনী মা শ্মশান বাসিনী।। ৭৪
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষফল-বিধায়িনী।
তুমি মা কালীকে দুর্গে শ্রীকৃষ্ণ-জননী।। ৭৫
অসুরাদি বধে দেবী রণ উন্মাদিনী।
সহস্রলোচনী তারা দেবেন্দ্র জননী।। ৭৬
কর মা করুণা দীনে দনুজদলনী।
সুভগা সুমুখী শিবা তুমি ত্রিলোচনী।। ৭৭
কলুষনাশিনী তুমি মুকতিদায়িনী।
সুবচনী তুমি তারা মোচনকারিনী।। ৭৮

ধনদাত্রী ধনহারা ধর্ম্ম বিধায়িনী। ৭৯
বগলা তুমি মা তারা সুবুদ্ধিদায়িনী।। ৮০
মাতঙ্গী তুমি মা তারা ত্রিলোকপালিনী। ৮১
বিশ্বময়ী মহেশ্বরী মলয়বাহিনী।। ৮২
ক্ষীণোদর বলি মাগো হলে মন্দোদরী।
দীনহীনে কর কৃপা তুমি মহেশ্বরী।। ৮৩
মধু আর কৈটভেরে করিয়া সংহার।
মধুকৈটভনাশিনী নাম যে তোমার।। ৮৪
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি, তুমি মা কমলা।
কুরুকুল্লা কপালিনী তুমি মা চঞ্চলা।। ৮৫
বয়সে কিশোর সদা তাই মা কিশোরী।
পীনোন্নত পয়োধরা কুমারী শঙ্করী।। ৮৬

গিরিরাজসুতা সতী কৈলাসবাসিনী। ৮৭
কল্যাণদায়িনী সদা তাই মা কল্যাণী।। ৮৮
গণেশ-জননী তুমি গিরিশ-নন্দিনী। ৮৯
হরমনোহরা রমা গিরীশমোহিনী।। ৯০
শারদা শরতপ্রিয়া শিব সনাতনী। ৯১
বসুন্ধরা জগন্মাতা বরদা বারুণী।। ৯২
বিশ্বমাতা বিশ্বময়ী তুমি এলোকেশী। ৯৩
অ-কিঞ্চনে কর দয়া ওগো ব্যোমকেশী।। ৯৪
বহু রুপ ধর বলি মা তুমি বহুরুপিনী।
রণেতে দুর্জ্জয় মাগো দৈত্য বিনাশিনী।। ৯৫
ভিক্ষুক-গৃহিণী সাজ তাই মা ভিক্ষুকী। ৯৬
ত্রিনয়নী মুক্তকেশী ভারতী কৌশিকী।। ৯৭

সৃষ্টিসংহারিণী কালী তুমি ছত্রেশ্বরী।
প্রলয়ে কর মা সৃষ্টি তুমি মহেশ্বরী।। ৯৮
নিজ-মুণ্ড করি ছিন্ন হলে ছিন্নমস্তা।
কাতরে অভয়দানে হও ব্যগ্রহস্তা।। ৯৯
ছলনা করিয়ে তুমি হলে ছলবতী।
গিরিরাজ-সুতা তুমি দেবী হৈমবতী।। ১০০
শ্রীফলী তোমার নাম ধাত্রীফলপ্রিয়া। ১০১
শ্রীনিকেতনী নামেতে হলে বিষ্ণুপ্রিয়া।। ১০২
ধূসর বরণে তুমি হও ধূমাবতী।
মহাবিদ্যা রূপভেদ তুমি মহাসতী।। ১০৩
ধূম্রাক্ষনাশিনী তুমি হরের মোহিনী।
দীনহীনে কর দয়া তুমি নারায়ণী।। ১০৪

ধানসী ধরিত্রী দেবী তুমি কাত্যায়নী। ১০৫
হরমনোহরা রমা ধূর্জ্জটিমোহিনী।। ১০৬
গণেশ জননী তুমি গিরিশ নন্দিনী। ১০৭
হর মনোহরা রমা গিরিশ মোহিনী।। ১০৮
অষ্টোত্তর শতনাম হল সমাপন।
আনন্দেতে কালীস্তুতি কর সর্বজন।।
ভক্তিভাবে এই নাম যে করে পঠন।
ধনরত্নে তার গৃহ হইবে পূরণ।।
অনন্ত মহিমাময় কালী শতনাম।
শ্রবণে পঠনে হয় নির্ধনের ধন।
অন্তিমে কালীর পদ পায় সেই জন।।

কৃত্তিবাসী
রামায়ণ
শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
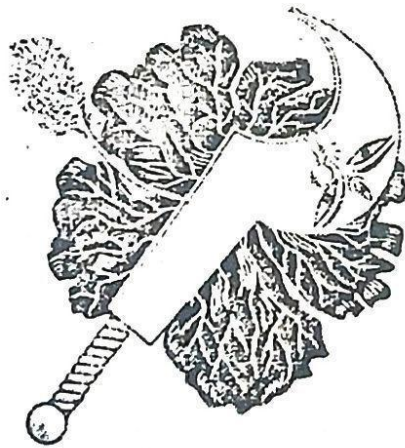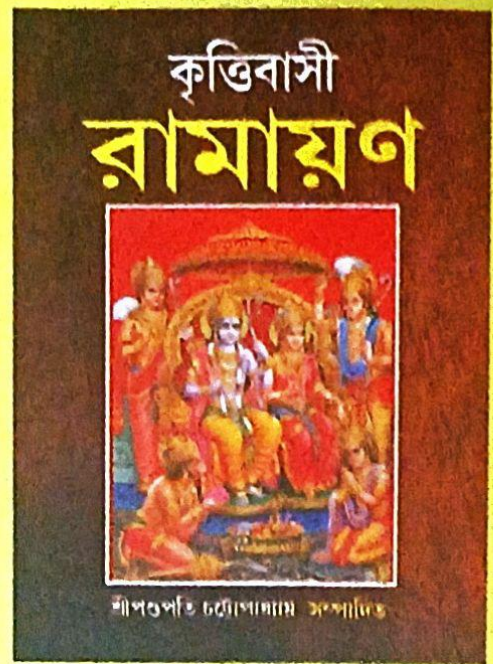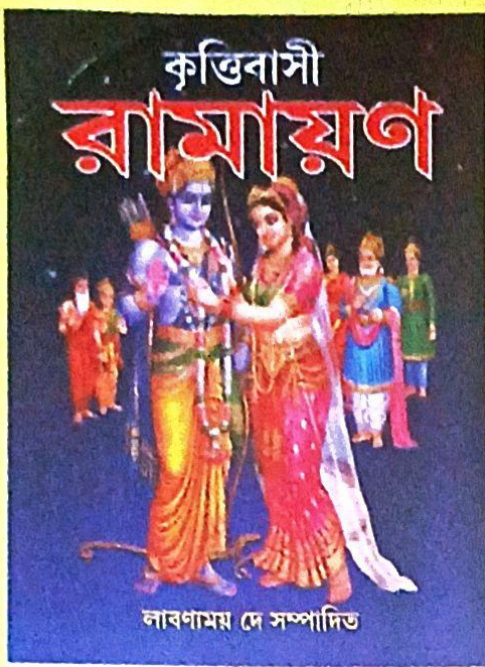
কৃত্তিবাসী রামায়ণ

দুর্লভ সংস্করণ ঃ ৪০০ টাকা

সু-দুর্লভ সংস্করণ ঃ ৪৪০ টাকা

এই পেপার কাটিংটি নিয়ে এলে ২০% বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে।
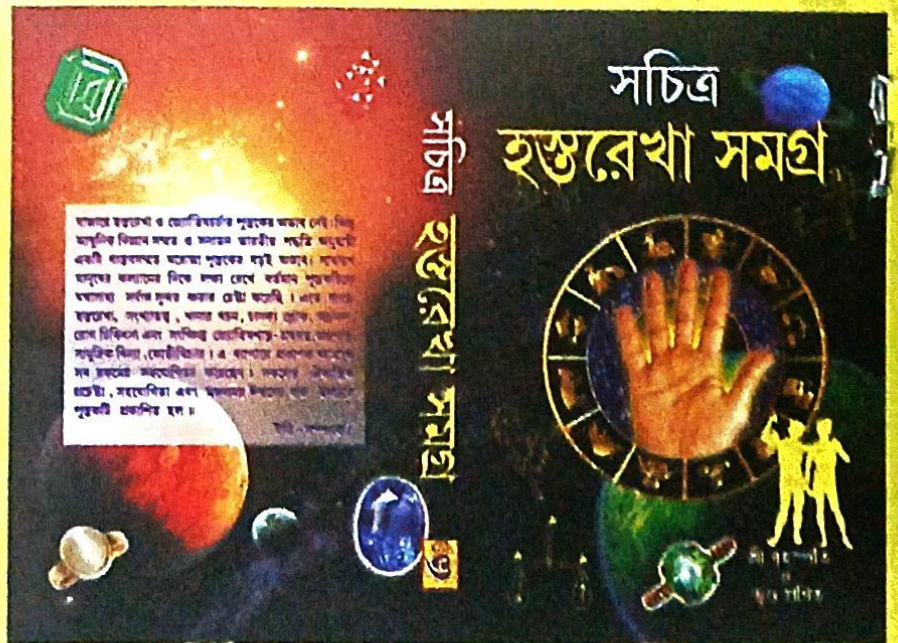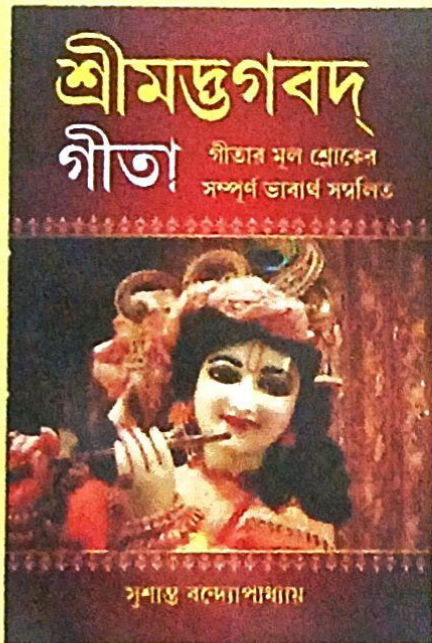
শ্রীমদ্ভগবদ্
গীতা গীতার মূল শ্লোকের সম্পূর্ণ ভাবার্থ সম্বলিত

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ঃ ২৬০ টাকা

সচিত্র হস্তরেখা সমগ্র

শ্রী বৃহস্পতি ও ভৃগু প্রণিত

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী

৮৬এ কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা -৭০০০৭৩

এই পেপার কাটিংটি নিয়ে এলে ২০% বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে।

ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী ৮৬এ কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা -৭০০০৭৩